সমকাল

তারিখ . . 08 NOV 2015 . . .
পৃষ্ঠা ৭ . . . কলাম . . . 2 . . .

অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলে বিড়ম্বনায় শিক্ষার্থীরা

■ যশোর অফিস

যশোরে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে এসে বিড়ম্বনায় পড়েছেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলে প্রবেশপত্রে রেজিস্ট্রেশন ও রোল নাম্বারের সঙ্গে আসনবিন্যাসের নাম্বারের মিল না থাকায় শিক্ষার্থীরা এ দুর্ভোগে পড়েন। এ সময় হতাশায় কান্নাকাটিও শুরু করেন পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষার আগে রোল নাম্বার নিয়ে এমন ভুল বোঝাবুঝিতে শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। পরীক্ষা শুরুর সময় শিক্ষার্থীদের আকুতিতে পরিস্থিতি বিবেচনা করে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ আসনবিন্যাস ছাড়াই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।

গতকাল শনিবার দুপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন (এমএম) কলেজ কেন্দ্রে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজি পরীক্ষার শুরুতে এ ঘটনা ঘটে। এই কেন্দ্রে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের ১৮টি কলেজের প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পরীক্ষার্থী চরম বিড়ম্বনার শিকার হন।

শনিবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম দিন দুপুর ১টায় ইংরেজি পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার ৩০ মিনিট আগে সরকারি এমএম কলেজ কেন্দ্রে ১৮ কলেজের ৩ হাজার ৪২৫ শিক্ষার্থী এসে পৌঁছান। তাদের প্রবেশপত্রের রোল, রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের কেন্দ্রের সঙ্গে আসনবিন্যাসের নাম্বারে মিল না থাকায় তারা নির্ধারিত আসন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এরপর শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত আসনের জন্য এক ভবন থেকে অন্য ভবনে ছুটতে থাকেন। কিন্তু কোনো শিক্ষার্থীই তাদের নির্ধারিত আসন খুঁজে পাননি। দৌড়াদৌড়ির এক পর্যায়ে ঘড়িতে তখন (পরীক্ষায় সময়) দুপুর ১টা বেজে যায়।

শিক্ষকরা পরীক্ষার কক্ষে খাতা ও প্রশ্নপত্র নিয়ে চলে আসেন। তখন পরীক্ষার্থীদের কান্নাকাটির অবস্থা দেখে কক্ষ পরিদর্শকরা এগিয়ে যান। শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেখে কক্ষ পরিদর্শকরা বুঝলেন সিট প্ল্যানে এ ধরনের কোনো নাম্বারই নেই। পরে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের বিষয়টি বিবেচনা করে আসন উন্মুক্ত করে দেয়।